যুগান্তর

তারিখ: ৩/৫/২০১০
পৃষ্ঠা: [illegible] কলাম: ২

# চবিতে কোন হত্যাকাণ্ডেরই বিচার হয়নি

চট্টগ্রাম ব্যুরো

গত ২৩ বছরে চবিতে খুন হয়েছে ১৪ শিক্ষার্থী। সবকটি খুনের নেপথ্যে রয়েছে হল দখল, ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তার, নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও চাঁদাবাজির ভাগবাটোয়ারা। একের পর এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলেও বিচার হয়নি একটিরও। এমনকি অধিকাংশ হত্যাকাণ্ডের রহস্যও উদঘাটিত হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রত্যেকবার তদন্ত কমিটি গঠন করলেও কোন তদন্ত রিপোর্টই আলোর মুখ দেখেনি। সর্বশেষ গত দু'মাসে খুন হন ৩ জন। এরপর শিক্ষার্থীদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে।

**২৩ বছরে ১৪ শিক্ষার্থী খুন : বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তদন্ত কমিটি গঠন করলেও কোন তদন্ত রিপোর্টই আলোর মুখ দেখেনি**

১১ ফেব্রুয়ারি ষোলশহর রেলস্টেশনে ছুরিকাঘাতে খুন হন রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র এএম মহিউদ্দিন মাসুম। এরপর একই কায়দায় খুন হন মার্কেটিং বিভাগের হারুনুর রশিদ কাউসার। সর্বশেষ ১৬ এপ্রিল খুন হয়েছে একাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের ছাত্র আসাদুজ্জামান। আসাদ হত্যাকাণ্ডের প্রধান আসামি সরওয়ার কামাল লিটনকে গ্রেফতার করে পাঁচদিনের রিমাণ্ডে নিয়েছে পুলিশ। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা জিআরপি থানার এসআই আবুল হাশেম জানান, জিজ্ঞাসাবাদে সে একেকবার একেক কথা বলছে। কখনো বলছে কিলিং মিশনের নেতৃত্বে থেকে নিজ হাতে খুন করেছে, আবার বলছে পরিকল্পনায় ছিল সে। তবে সে জানিয়েছে, তারা ব্ল্যাক জুয়েল গ্রুপের কর্মী পরিসংখ্যান বিভাগের আসাদ মনে করে একাউন্টিং বিভাগের আসাদকে খুন করে ফেলেছে। ব্ল্যাক জুয়েল গ্রুপের কর্মীদের বেপরোয়া চাঁদাবাজি, ছিনতাই, সন্ত্রাস এবং মেয়েদের উত্যক্ত করার ঘটনায় ফতেয়াবাদ ও নন্দিরহাট এলাকার লোকজন অতিষ্ঠ ছিল। গ্রামের ১৫ জন মিলে পরিকল্পনা করা হয়েছিল ১৬ এপ্রিল রাতে ওই গ্রুপের যাকে পাওয়া যাবে তাকেই মেরে ফেলা হবে। পুলিশ লিটনের দেয়া এসব তথ্য যাচাই করে দেখছেন। সে কোন কিছু গোপন করছে কিনা কিংবা এ হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে অন্য কেউ জড়িত আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তবে মাসুম এবং কাউসার হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় প্রকৃত খুনিদের এখনো শনাক্তই করা যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসহ সংশ্লিষ্টদের আশংকা, আগের ১১টি হত্যাকাণ্ডের মতোই এ তিনটি হত্যাকাণ্ডও কালক্রমে ধামাচাপা পড়ে যেতে পারে। তদন্তে ধীরগতি এবং মূল খুনিদের গ্রেফতারে পুলিশি ব্যর্থতার কারণেই এসব প্রশ্ন উঠছে। গত দু'মাসে তিন হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় চবি প্রশাসন পৃথক তদন্ত কমিটি করলেও এখনো রিপোর্ট দেয়নি।

জানা যায়, ১৯৮৬ সালের ২৬ নভেম্বর শিবির ক্যাডারদের হাতে ছাত্র সমাজ নেতা আবদুল হামিদ খুন হওয়ার মধ্য দিয়ে চবিতে হত্যাকাণ্ডের শুরু। এরপর একে একে পরিসংখ্যানের আমিনুল হক, ছাত্র মৈত্রী কর্মী ফারুকুজ্জামান, ছাত্রদল নেতা নুরুল হুদা মুসা, ছাত্রলীগ কর্মী বকুল ও আইয়ুব, শিক্ষক পুত্র মুশফিক উস সালেহীন, ছাত্র ইউনিয়নের নেতা সঞ্জয় তলাপাত্র, শিবির কর্মী জোবায়ের, মাহমুদুল, রহিম উদ্দিন। প্রত্যেকটি হত্যাকাণ্ডের পরই ছাত্র সংগঠনের মধ্যে রাজনৈতিক কাদা ছোড়াছুড়ি ও পরস্পরকে দোষারোপ করে আক্রোশমূলক কর্মকাণ্ড দেখা গেছে। কিন্তু হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার নিশ্চিত করার ব্যাপারে কোন পক্ষ থেকেই কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। ফলে একের পর এক হত্যাকাণ্ডে রক্তাক্ত হয়েছে চবি ক্যাম্পাস, কিন্তু রহস্যের জট খোলেনি একটিরও।